rajya.eisamay.com

শব্দদূষণ রুখতে সাফল্য চাকদহে

এই সময়, কৃষ্ণনগর: এবারের পুজোয় শব্দ দৈত্যকে জব্দ করল নদিয়ার চাকদহ পুরসভা। শুধু পুর এলাকার মানুষকে স্বস্তি দেওয়াই নয়, ডিজের হল্লা এবং বিকট শব্দ বাজি রুখে দিয়ে গোটা জেলাতেই পথ দেখাল এই পুরসভা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পুরবোর্ড শব্দ দূষণ রোখার জন্য বৈঠক করে। যৌথ নজরদারির দায়িত্ব নেয় পুরসভা, পুলিশ এবং বিজ্ঞান সচেতন সংগঠন। ফল মিলেছে হাতেনাতে। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মী পুজোয় শান্তি পেয়েছেন পুর নাগরিকরা।

চাকদহ রামলাল অ্যাকাডেমির প্রাক্তন শিক্ষক বিপুলরঞ্জন সরকার বলেন, 'ভালো পদক্ষেপ। বাজির জোর আওয়াজ তেমন শুনিনি। মাইকের আওয়াজও নিয়ন্ত্রণে ছিল।' গৃহবধূ প্রভা শীল বলেন, 'কান ঝালাপালা হয়নি এ বার। আমাদের মত বয়স্ক মানুষদের এবার পুজোটা ভালো কেটেছে।'

বড় পুজোয় লাগামহীন হই-হুল্লোড়ের চেনা ছবিটা এ বার বদলে গিয়েছিল চাকদহে। ডিজে-র কানফাটানো শব্দের সঙ্গে ছিল না উদ্দাম নাচ। শব্দবাজিও প্রায় উধাও। এই শহরে লক্ষ্মী পুজোও খুব জমজমাট। ঘরে ঘরে পুজোর মহাধুম থাকে। কিন্তু দু-একটি ছোট ঘটনা ছাড়া সে ভাবে শব্দ দূষণের বড় কোনও অভিযোগ আসেনি। চাকদহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক সংস্থার কর্ণধার বিবর্তন চক্রবর্তী বলেন, 'এই বছর জানুয়ারি মাসের গোড়ায় শব্দ দূষণ বিরোধী সচেতনতা গড়তে লিফলেট ছড়ানো হয়েছিল। তার আগে বিভিন্ন ক্লাব ও পাড়ায় এই আর্জি জানাতে গিয়ে মদ্যপ যুবকদের রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত চাকদহ পুরসভা শব্দদূষণ বিরোধী এমন পদক্ষেপ নেওয়ায় কাজটা সহজ হয়ে যায়।'

পুজোয় লাগামহীন হই-হুল্লোড়ের চেনা ছবিটা এ বার বদলে গিয়েছিল চাকদহে। ডিজে-র কানফাটানো শব্দের সঙ্গে ছিল না উদ্দাম নাচ। শব্দবাজিও প্রায় উধাও। শব্দ দূষণের অভিযোগ আসেনি।

চাকদহ পুরসভার পুরপ্রধান দীপক চক্রবর্তী বলেন, 'গত ২২ ফেব্রুয়ারি পুরবোর্ডের সভা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল শব্দ দূষণ রোখা হবে। জনস্বার্থ ও শব্দ দূষণ রোধ সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন ১৯৯৩-এর ৩৫০ নং ধারা অনুসারে পুরসভা এলাকায় ডিজের হল্লা এবং বিকট শব্দবাজি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে সবটা আটকাতে পেরেছি বলছি না। কিন্তু বাজির মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। লক্ষ্মী পুজোয় বাজি নিয়ে কিছুটা মাতামাতি থাকলেও আগের মতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল না।'

রানাঘাট পুরসভার পুরপ্রধান পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সচেনতার প্রচার চালিয়ে মাইকের শব্দকে এখানেও নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে চাকদহ পুরসভার মত শব্দবাজি এবং ডিজে নিয়ে একই পদক্ষেপ করার ইচ্ছা রয়েছে।' শান্তিপুরের পুরপ্রধান অজয় দে বলেন, 'শান্তিপুরের বড় উৎসব রাস। এখানে-এত বেশি মানুষের সমাগম হয় যে বাজি ফাটানোর জায়গা প্রায় থাকে না। তবে মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এ বার নজর থাকবে।'

এ বারের পুজোতে স্থানীয় নরেন্দ্রপল্লী এবং কাঠের পোল এলাকায় শব্দবাজির একটু উপদ্রব ছিল। কিন্তু স্থানীয় মানুষরা ফোন করে পুরসভা এবং চাকদহ থানার পুলিশকে জানাতেই তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে বন্ধ করে দেন। চাকদহ পুরসভার পুরপ্রধান বলেন, 'আমরা চাইছি জেলার অন্য পুরসভা এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষও একই ব্যবস্থা নিক। তাতে বয়স্ক মানুষ, পরীক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষেরাও স্বস্তি পাবেন। ডাউন সিনড্রোমের হাত থেকে রক্ষা পাবে নবজাতকরা।'

পুর এলাকার বাসিন্দারা বলেন, একদিনে সবাইকে সচেতন করা যাবে না ঠিকই, তবে ধারাবাহিক ভাবে সচেতনতার প্রচার চালানো হলে শব্দবাজিকে সত্যিই জব্দ করা সম্ভব।

প্রাপ্তি - ১০

এই সময় — ২০ শে অক্টোবর ২০১৫